দৈনিক জনকণ্ঠ

30 JUN 1997
পৃঃ ১ কলাম ৩

৩৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি ছাত্র রাজনীতির আগুনে ঘি ঢালছে ॥ রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি ছাত্র রাজনীতির আগুনে ঘি ঢালছে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আজ শিক্ষার পরিবেশ নেই। প্রায় সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে অরাজকতা, সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও দলীয় রাজনীতি। রাষ্ট্রপতি শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি রবিবার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত 'বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার সমস্যা ও তার সমাধান' শীর্ষক বার্ষিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ হাবিবুর রহমান ও

(১৫ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের

(প্রথম পাতার পর)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ এটিএম জহুরুল হক।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষার মান এত নিচে নেমে গেছে যে দুনিয়ার কোন দেশে এখানকার ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাকে কেউ স্বীকৃতি দেয় না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সম্প্রতি এশিয়া উইকে প্রকাশিত এশিয়া মহাদেশের প্রথম ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম না থাকার কথা উল্লেখ করেন।

শিক্ষকদের করতালির মধ্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, মুষ্টিমেয় ছাত্র ও ছাত্র নামধারী রাজনৈতিক দলের ক্যাডার বাহিনী শিক্ষাঙ্গনকে জিম্মি করে রেখেছে। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ছাত্ররা যতটুকু দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী আমাদের অপরিণামদর্শী রাজনৈতিক দলগুলো। তাদের হীন দলীয় স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমি বার বার বলে আসছি, বড় বড় রাজনৈতিক দল যদি একমত হয়ে ছাত্রদেরকে তাদের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পরিণত না করে তাহলে দু-চারদিনের মধ্যে দেশের ক্যাডার বাহিনী অদৃশ্য হয়ে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে সন্ত্রাস এবং ফিরে আসবে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। রাষ্ট্রপতি শিক্ষক রাজনীতি নিয়ে বলেন, ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সম্মানিত শিক্ষকও দলীয় রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাডারকে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হিসাবে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িয়ে ফেলছেন। এতে ছাত্র রাজনীতির আগুনে ঘি ঢালা হচ্ছে। শিক্ষক বা ছাত্র বলুন, তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সঙ্গে এসব কর্মকাণ্ডের কোন সম্বন্ধ নেই। রাষ্ট্রপতি এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তা নাহলে এ দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবল থাকবে একটি ইমারত, থাকবেন শিক্ষক এবং ছাত্র। কিন্তু থাকবে না কেবল 'শিক্ষা'।

রাষ্ট্রপতি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের '৭৩-এর অধ্যাদেশের কিছু কিছু সংশোধনের কথা বলেন। এছাড়া তিনি ৫০ বছর আগে ধার্য করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কি করছে জাতি তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটছে তা সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। তিনি বলেন, শুধু রাজনীতির কারণে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস হচ্ছে না। দুর্নীতির কারণেও সন্ত্রাস হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিকীকরণে সরকার থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার কথা উল্লেখ করেন।